

## হিন্দু সংস্কার আন্দোলনঃ মুসলমানদের কি কিছু শেখার আছে?

-বিপ্লব

এরকম কিছু লেখার আগে প্রথমেই প্রশ্ন উঠবে, চারিদিকে হরিজনদের উপর এত অত্যাচার হচ্ছে, তাতে কি বলা যায় হিন্দু ধর্মে আদও কোন সংস্কার হয়েছে? বিজেপি ক্ষমতায় থাকার সময়, জ্যোতিষবিদ্যাকেও বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকাতে চেয়েছিল মুরলীমোনহর জোশী! রূপ কানোয়ারের সতীদাহ এই সেদিনই হয়েছে। সতী মাতার মন্দিরে এখনো পূজো চলছে! ধর্ম-সংস্কারে হিন্দুদের কি কোন লাভ হয়েছে?

পাশাপাশি এটাও দেখা যাক। ইংল্যান্ডে মুসলীমরা সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠী। গড় আয়ে বা শিক্ষায় বৃটিশ হিন্দুদের থেকে অনেক পিছিয়ে। আমেরিকাতেও একই দৃশ্য। ভারতে শেষ সামাজিক জরিপ থেকে জানা যাচ্ছে, সাঁওতালদের মতন আদিবাসীরা পর্যন্ত মুসলিমদের থেকে শিক্ষা দিক্ষায় এগিয়ে গেছে! ভারতে এবং ইউরোপে, মুসলিম অপরাধীদের সংখ্যাটা তাদের জনসংখ্যার অনুপাতের প্রায় তিনগুন! কারণটা দারিদ্র বটে, তবে দারিদ্রর মূলে ইসলামের ভূমিকাটা নেহাত গৌণ নয়। আরবে তেলের টাকায়, জীবনে সাচ্ছন্দ এসেছে ঠিকই, কিন্তু তেলের ইঞ্জিন সেই শক্তি যোগায় নি, যাতে বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক বা চিন্তাবিদেদের জন্ম হতে পারে। ইসলামের সাথে গনতন্ত্রের আড়ি-এত এব মধ্যপ্রাচ্যে স্বৈরতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের অচলায়তনে মৌলবাদের চাষ হচ্ছে। ভারত এমনিতে গরীব দেশ বটে, তবুও এই একটা মাত্র দেশ, সমস্ত ইসলাম বিশ্বের সামগ্রিক বিজ্ঞানের চেয়ে এগিয়ে গেছে (এটা মাপা হয়, জার্নালে কোথাকার পেপার কত রেফারড হচ্ছে, তার সংখ্যা থেকে। ভারতের ভাগে গোটা পৃথিবীর 2.4%। পাকিস্তান, বাংলাদেশ, তুরস্ক, মালেশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ইরান এক করলেও 1% হয় না)।

গোটা পৃথিবীর ২০% লোক মুসলিম। বর্তমান বিশ্ববিজ্ঞানে তাদের অবদান 1% এর কম।

ভারতের ১৮% লোকের অবদান (যার মধ্যে মুসলিমরাও আছেন, তবে কম সংখ্যায়) 2.4%।

আমেরিকার সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রীজে ৩৪% ভারতীয়, ডাক্তারে ১২%, অধ্যাপনায় ৮%। আমেরিকান মুসলমানদের সংখ্যা, আমেরিকান ভারতীয়দের প্রায় দ্বিগুন। অথচ এই দেশে, পেশাদারী কাজে ভারতীয়দের সংখ্যাটা সামগ্রিক মুসলমানদের প্রায় তিন গুন। ম্যানেজমেন্টে এই সংখ্যাটা আরো অনেক কয় গুন হবে-মুসলিম ম্যানেজার আমেরিকায় বিরল।

অর্থাৎ যেটা পরিষ্কার, আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে হিন্দুরা অনেকটাই এগিয়েছে। এরমানে এই নয় যে, হিন্দু ধর্ম ভাল হয়ে গেল, বা হিন্দুরা অনেক উন্নততর মানুষ। যেটা হয়েছে, সেটা হচ্ছে, হিন্দুরা পাশ্চাত্য সভ্যতাকে গ্রহন করেছে-এটাকে সভ্যতার সংঘর্ষে পরিণত হতে দেয় নি। মুসলমানদের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে না। তাঁরা গোঁ ধরে বসে আছে ইসলাম শ্রেষ্ঠ বলে। আর বাস্তবে আমেরিকা তাদের যখন খুশী কান মলে দিচ্ছে, কান ধরে উঠবস করাচ্ছে!

ইসলামের সভ্যতার সংঘাতে যাওয়ার একটা মূল কারণ অবশ্যই এই ধর্মে সংস্কারের অভাব। রামমোহন বা বিদ্যাসাগর ইসলামে পাওয়া গেল না। কেন?

উত্তরটা আমরা সবাই জানি। ইনটলারেনস। অসহিষ্ণুতা। হিন্দুধর্ম সংস্কার করতে গিয়ে রামমোহন বা বিদ্যাসাগর লাঠির বাড়ি খেয়েছেন। তরবারির কোপ খান নি। ইন্টারনেট না থাকলে আমরা ফতেমোল্লা, আসগারসাহেব, আকাশ বা আবুল কাশেমকে পেতাম না। ১৮৩০-৩৫ সালে, ডিরোজিওর ইয়ং বেঙ্গলের হিন্দু-সংস্কারকামী সদস্যরা কোলকাতার রাজপথে প্রকাশ্যে গরুর মাংস খেত। হিন্দুদের বিরক্ত করতে। তাদের নিয়ে ক্ষোভ ছিল ঠিকই, তবে কেও তাদের মেরে ফেলে নি। আজকে ২০০৫ সালের ঢাকার রাজপথে কেও যদি প্রকাশ্যে শূঁয়োরের মাংস খায়, সে কমিনিট বেঁচে থাকবে আমার সন্দেহ আছে।

এর মানে এই নয়, হিন্দুরা মুসলিমদের থেকে কম গোঁড়া। অনেক ক্ষেত্রেই গোঁড়ামিটা বরং বেশী। কিন্তু, অনেক বেশী সহিষ্ণু। যার জন্যে হিন্দু ধর্মে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দয়ানন্দ সরস্বতী, বিবেকানন্দ জন্মেছেন। ইসলামে এই ধরনের বৈপ্লবিক সংস্কারক এলেন না। এলেন স্যার সৈয়দ আহমেদ খান। যিনি মুসলিমদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে আলিগড় বিজ্ঞান সভা (১৮৬৪) এবং আংলো-মহামেডান ওরিয়েন্টাল কলেজ (১৮৭৫) খুললেন। পরে সেটা আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় হল (১৯২০)। প্রথম উপাচার্য হলেন এক নারী-সুলতান লাহান বেগম। কিন্তু ধর্ম সংস্কারের সাহস ছিল না স্যার সৈয়দের। নীটফল? ভারতের সবকটি বিতর্কিত নারী বিরোধী শরিয়ার রায়ে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ (সবাই নয়) পণ্ডিত শরিয়ার পক্ষে রায় দিয়েছেন! ধর্ম সংস্কার না করে সমাজ সংস্কার করতে গিয়ে, স্যার সৈয়দের সমস্ত মহৎ প্রচেষ্টা জলে গেছে।

আমি প্রকাশ্যেই গরুর মাংস খেতাম। এতে আমার নীটফল শূন্য। কিন্তু সমাজ যে আমাকে এটা ক্ষোভের সাথে হলেও নীরব অনুমোদন দিল-সেটা গুরুত্বপূর্ণ। এর বদলে যদি আমার প্রাণ সংশয় হত, তাহলে সেই সমাজ হত স্থবির-তাদের দেবদেবীদের মতন।

ফতেমোল্লা, মহম্মদ আসগার, আবুল কাশেম, আকাশ বা আলমগীরকে অনেকেই আমেরিকা বা ভারতের দালাল বলছে। বিদ্যাসাগর বা রামমোহনকেও তৎকালীন হিন্দুসমাজ বৃটেন বা খৃষ্টানদের দালাল বলতো। এটাকে স্বীকৃতি বলেই মেনে নিন। তবে এটাও মনে রাখুন যে রামমোহন বা বিদ্যাসাগর সনাতন হিন্দু ধর্মকে

সমালোচনা করেই ক্ষান্ত হন নি-একের পর শিক্ষায়তন স্থাপন করেছেন। পুঁথির জোরে নয়, সমাজসেবার জোরেই তারা মহান। সেখান থেকেই প্রথম সংস্কারমুক্ত হিন্দুছাত্ররা বেড়িয়েছে। ইসলামের নব্য সংস্কারকের দল প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে আল-আমিন মিশনের মতন উচ্চমানের ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষায়তন তৈরী করুন। এই আশা রইল।

১০/১/২০০৫  
ক্যালিফোর্নিয়া